দৈনিক সংবাদ

NOV 04 2002

মন্ত্রণালয়ের অনিয়মের কারণে

স্কুল-কলেজের চেইন অফ কমান্ড ভেঙে পড়েছে

রাশেদ মেহেদী ॥ শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিয়োগ, পদোন্নোতি, বদলি, সিলেকশন গ্রেড প্রদান প্রভৃতি ক্ষেত্রে ব্যাপক অনিয়ম ও দুর্নীতির কারণে সারাদেশের সরকারি স্কুল-কলেজের চেইন অফ কমান্ড ভেঙে পড়েছে এমনকি খোদ শিক্ষা মন্ত্রণালয়েও ভেঙে পড়েছে চেইন সব কমান্ড। জুনিয়র কর্মকর্তারা নির্দেশ মানেন না উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের, নগদ মূল্য ছাড়া শিক্ষকদের বদলি, পদোন্নতি, সিলেকশন গ্রেড এমনকি চিত্ত বিনোদনের ছুটিও মিলছে না। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ঘুরে এবং ভুক্তভোগী শিক্ষকদের কাছে থেকে এ তথ্য পাওয়া গেছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সূত্রগুলো জানায়. মন্ত্রণালয় ঃ পৃঃ ১১ কঃ ৬

মন্ত্রণালয় ঃ অনিয়ম

(১ম পৃষ্ঠার পর)

২০০১ সালের মে মাসে আওয়ামী লীগ সরকারের শেষ সময়ে কয়েকশ' জুনিয়র শিক্ষককে জ্যেষ্ঠতার নীতি ভাল করে পদোন্নতি দেয়ার মাধ্যমে এ চেইন্ড অফ কমান্ড ভেঙেপড়া শুরু হয়। এর আগে প্রায় ৪ বছর যাবৎ শিক্ষকদের বদলি, পদোন্নতিসহ পেশাগত ধারাবাহিক উন্নয়ন কার্যক্রম একেবারেই বন্ধ ছিল। ৪ বছর পর হঠাৎ অপেক্ষাকৃত জুনিয়রদের পদোন্নতি সমগ্র ব্যবস্থাকে বিশৃঙ্খল করে তোলে। সূত্রগুলো জানায়, বিএনপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর গত ডিসেম্বর মাসে ২শ' শিক্ষক-শিক্ষিকার পদোন্নতি অনিয়মের মাধ্যমে শুরু হয়। এখন পর্যন্ত প্রভাষক থেকে অধ্যাপক পদ পর্যন্ত পদোন্নতি চলছে তদবির এবং নগদ মূল্যের মাধ্যমে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে আসা কয়েকজন শিক্ষক এ ব্যাপারে বলেন, 'সারাদেশের স্কুল-কলেজের অধিকাংশগুলোতেই সিনিয়রদের ডিঙিয়ে পদোন্নতি পাওয়া জুনিয়রদের খবরদারি চলছে, অনেক জুনিয়র অধ্যক্ষসহ গুরুত্বপূর্ণ পদে পদোন্নতি পেয়েছেন, ফলে এখানে কেউ কারও নির্দেশ মানছে না। শিক্ষা কার্যক্রমে নেমে এসেছে মারাত্মক স্থবিরতা।

আর কয়েকজন শিক্ষক শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে তাদের কাজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে বলেন, 'নিয়ম অনুযায়ী ৫ বছর আগেই পদোন্নতি পাওয়ার কথা; কিন্তু পদোন্নতি পাননি। তারা বলেন, 'আগে বলা হত, পদোন্নতি বন্ধ আছে, আর এখন দায়িত্বপ্রাপ্ত উপ-সচিব ও সিনিয়র সহকারী সচিবরা নগদ মূল্যে চুক্তি করতে বলেন। একজন শিক্ষক জানান, তিনি শিক্ষামন্ত্রীর সুপারিশসহ তার পদোন্নতি সংক্রান্ত আবেদনের কপি জমা দিলেও দায়িত্বপ্রাপ্ত একজন উপ-সচিব অর্থছাড়া তাতে কোন কাজ হবে না বলে জানিয়েছেন।

একই অভিজ্ঞতা জানান, আর একজন শিক্ষক। তিনি তার মেধা যোগ্যতা অনুযায়ী ঢাকার ১০টি কলেজের একটিতে নিয়ম অনুযায়ী যোগদান করার কথা; কিন্তু তাকে বদলি করা হয় চাঁদপুরে। পরে বিষয়টি শিক্ষামন্ত্রীর নজরে আনা হলে তাকে অতি সত্ত্বর ঢাকায় বদলি করে নিয়ে আসার নির্দেশ দেন শিক্ষামন্ত্রী; কিন্তু সংশ্লিষ্ট উপ-সচিব তাকে এমন এক বিষয়ের বিপরীতে বদলি অর্ডার ইস্যু করেন যে বিষয়ের বিপরীতে ঢাকার সংশ্লিষ্ট কলেজে কোন শূন্যপদ নেই। ফলে সকল প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলেও আমলতান্ত্রিক মারপ্যাঁচের কারণে এ শিক্ষকের বদলির আদেশ এখনও কার্যকর হয়নি।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একাধিক সূত্র এ ব্যাপারে আরও জানায় ঢাকার বদলির ব্যাপারে দুর্নীতি চলছে সবচেয়ে বেশি। ঢাকায় ১০টি কলেজে প্রায় ৬শ' শিক্ষক আছেন যারা প্রায় ৮-১০ বছর যাবৎ একই প্রতিষ্ঠানে নিয়মবহির্ভূতভাবে চাকরি করছেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগ সাজশের মাধ্যমে তারা বদলির ব্যাপারটি স্থগিত রাখছেন।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে অন্য দু'জন শিক্ষক জানান, ৩ বছর মেয়াদে পনের দিনের চিত্তবিনোদন ছুটি চাইতে এসেছিলেন; কিন্তু সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা নগদ অর্থ ছাড়া এ ছুটি মঞ্জুর হবে না জানিয়ে দেয়ায় তারা ছুটি না নিয়েই ফিরে যাচ্ছেন।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, প্রায় ৩ হাজার শিক্ষকের নিয়মিত পদোন্নতি, বদলি, সিলেকশন গ্রেড, টাইম স্কেল, এমনকি চিত্তবিনোদন ছুটিও আটকে আছে। এ শিক্ষকরা শুধুমাত্র তদবির ও নগদ মূল্য পরিশোধ না করায় তাদের প্রাপ্য পেশাগত উন্নয়ন ভোগ করতে পারছেন না।

এ ব্যাপারে জানতে চাইলে মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বশীল এক ব্যক্তি জানান, 'এ মন্ত্রণালয় কিভাবে চলছে, কেউ বলতে পারবে না। দীর্ঘ দিন যাবৎ অনিয়ম, বিশৃঙ্খলার পাহাড় জমেছে। বর্তমানে ও পরিস্থিতি কোন উন্নয়ন নেই। এসব বিশৃঙ্খলা-নিরসনে দায়িত্বশীল ব্যক্তি হিসেবে তার ভূমিকা কি জানতে চাইলে তিনি কোন মন্তব্য করতে